চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে লকডাউন না মানাই পুলিশের অভিযান

গতকাল দুপুর এক ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ভালাইপুর মোড় বাজারে হঠাৎ পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান।
করোনা মহামারী নিয়ে সারা দেশে সরকারি ভাবে যে লকডাউন পালিত হচ্ছে তা পরিপূর্ণভাবে পালিত না হাওয়াই পুলিশ প্রশাসন তৎপর ভাবে কাজ করছে মাঠে। তারি ধারাবাহিকতাই ভালাইপুর মোড় বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। ৩০ থেকে ৪০ জন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালিত করে।

পুলিশ ও সেনাবাহিনী কঠোর ভাবে হুঁশিয়ারি দেয় সকল প্রকার জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র ফলের দোকান, ফার্মেসি দোকান, ইফতারি দোকান এইগুলা খোলা থাকবে। আগামী ১০ তারিখ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সকল প্রকার দোকানপাট খোলা নির্দেশনা দেন।

ভালাইপুর মোড়ের দোকানদার দের সাথে কথা বললে তারা জানান, বছরে দুই ঈদেকে সামনে রেখে আমাদের বেচাকেনা ভালো হয়। এই বছরে করোনা মহামারির কারণে যে লকডাউন পালিত হচ্ছে, তার কারণে আমরা দোকানপাট খুলতে পারছিনা।
এর ফলে আমাদের ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আমরা চাই সরকারিভাবে এই লকডাউন দ্রুত প্রত্যাহার করা হোক।

চুয়াডাঙ্গায় পথশিশুদের খাবার পৌছে দিলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গায় হতদরিদ্র পথশিশুদের জন্য খাবার পাঠালেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। এরা সকলেই জাহানারা ফাউন্ডেশনের পথশিশু

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মঙ্গলবার সকালে জাহানারা ফাউন্ডেশনের পরিচালক জাহানারা খাতুনের বাড়িতে এনে শিশুদের হাতে খাবার প্যাকেট তুলে দেয়া হয়।

জাহানারা খাতুন জানান, দীর্ঘদিন থেকেই জাহানারা ফাউন্ডেশন জেলার পথশিশুদের কল্যাণে কাজ করছে। তাদের লেখাপড়া এবং মাঝে মাঝে খাবার ব্যবস্থা করা হয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব করা হয়ে থাকে। এসব পথশিশুদের অনেকেই টোকাই হিসেবে সামান্য আয় করে থাকে।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বিষয়টি পুলিশ সুপার মহোদয়ের নজরে এলে তিনি শিশুদের জন্য খাবার পৌছে দেন। সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম খান শিশুদের খাবার প্যাকেট পৌছানোর দায়িত্ব পালন করেন।

দর্শনা সরকারী অনুদান বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরনে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।
জানা যায়, মহামারী করোনার কারনে ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন শ্রমিদদের জন্য সরকারি অনুদান সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনে কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তা প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে বিতরন করতে বলা হয়।

কিন্তু সে নিজের মন মত যাকে ইচ্ছা তাকে অনুদান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার (৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ওই সরকারী অনুদান দর্শনা পৌরসভার কার্যালয় নির্ধারন করে বিতরন করা হয়।

এসময় শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব অনুদান কোনো প্রকৃত শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি মন মত যাদের খুশি অনুদান সামগ্রী বিতরন করছেন।
শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দীন যাদের এই অনুদান দিয়েছে সকলেই তার পক্ষের ও যাদের মোটর শ্রমিককের কার্ড অনেক আগেয় মেয়াদ শেষ হয়েগেছে। তারাই অনুদান পেয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকরা অধিকাংশই এ অনুদান থেকে বাদ পড়েছে।

এমন অনিয়মের অভিযোগের খবর শুনে ঘটনাস্থলে দর্শনা মেয়র এসে সকলে শান্ত করেন এবং অপরাধি নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এছাড়া ঢাকা-দর্শনার মধ্যে চলাচলকারী পরিবহণ ৯০জন শ্রমিকের কেউই এ ত্রান পায়নি বলে অভিযোগ তোলে।

এসময় সেনাবাহিনি ও দর্শনা থানার পুলিশ ঘটনা স্থান পরিদর্শনা করেন। এসময় মটর শ্রমিকরা নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসেকর নিকট দাবী তোলেন।

দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, মহামারী করোনার কারণে ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন শ্রমিকদের জন্য সরকারি অনুদান সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তা প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে বিতরণ করতে বলা হয়।

কিন্তু সে নিজের মন মত যাকে ইচ্ছা তাকে অনুদান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার (৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ওই সরকারী অনুদান দর্শনা পৌরসভার কার্যালয় নির্ধারন করে বিতরণ করা হয়।

এসময় শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব অনুদান কোনো প্রকৃত শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি মন মত যাদের খুশি অনুদান সামগ্রী বিতরণ করছেন।

শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দীন যাদের এই অনুদান দিয়েছে সকলেই তার পক্ষের ও যাদের মোটর শ্রমিকের কার্ড অনেক আগে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তারাই অনুদান পেয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকরা অধিকাংশই এ অনুদান থেকে বাদ পড়েছে।

এমন অনিয়মের অভিযোগের খবর শুনে ঘটনাস্থলে দর্শনা মেয়র এসে সকলকে শান্ত করেন এবং অপরাধি নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এছাড়া ঢাকা-দর্শনার মধ্যে চলাচলকারী পরিবহণ ৯০জন শ্রমিকের কেউই এ ত্রান পায়নি বলে অভিযোগ তোলে।

এসময় সেনাবাহিনি ও দর্শনা থানার পুলিশ ঘটনা স্থান পরিদর্শন করেন। এসময় মটর শ্রমিকরা নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট দাবী তোলেন।

চুয়াডাঙ্গা’য় মটর শ্রমিক ও চা দোকানিদের মাঝে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের খাদ্য সহায়তা

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে করোনা‘র প্রাদুর্ভাবে ঘরবন্দী কর্মহীন পরিবারসমূহে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় চুয়াডাঙ্গার মটর শ্রমিক ও চায়ের দোকানদারদের মাঝে ০২ মে, ২০২০ শনিবার, বিকাল ৩টায় ৪৫০টাকা মূল্যের ৫০ প্যাকেট খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা’র অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ

ইয়াহ্ইয়া খান ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানা’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ৩০জন মটর শ্রমিক ও ১৫জন চায়ের দোকানদার এবং ০৫জন সাউন্ড সিস্টেম অপারেটরের হাতে খাদ্য উপহার সমূহ তুলে দেন।

এসব খাদ্য উপহার এর মধ্যে ছিল চাউল, আলু, মসুর ডাল, ছোলা, সয়াবিন তেল, মুড়ি, মাস্ক।

এসব খাদ্য উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, উপ-সমন্বয়কারী মাহাবুবুর রহমান মুকুল সাহেদ জামাল ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচি নুঝাত পারভীন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার কুড়ুলগাছি সড়কের বিভিন্ন অংশে ধস, চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পদ্মবিলের পাশসহ পাকা সড়কটির বিভিন্ন জায়গা ধসে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের ব্লক, মাটি, পিচ, ইট, বালি খোয়া ধসে যাচ্ছে রাস্তার পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি ও বিলের পেটে।

গতকাল সোমবার সরেজমিনে এ রাস্তায় গেলে চোখে রাস্তার সংলগ্ন স্থান ধসে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। মূলত ঐতিহ্যবাহী পদ্ম বিলে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে যানবাহন নিয়ে আসে এই স্থানে। তাই মৎস্য ব্যবসায়ীরা মারাত্মক আতংকের মধ্য রয়েছে যে কখন না দুর্ঘটনা ঘটে।

বিল সংলগ্ন স্থানে বিশাল ধসের কারণে রাস্তাটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা আরো জানান, অল্প সময় হলো রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিলের পাশের অংশ আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে। পাশাপাশি দুটি যানবাহন চলাচল করতে পারেনা। দুটি যানবাহন ওই স্থানে আসলে আগে পরে গিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়।

দ্রুত সংস্কার না হলে রাস্তাটি একেবারে ধসে পড়লে যানচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

দর্শনায় ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় দামুড়হুদার দর্শনা থানায় অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুুর রহমানের নির্দেশে এস আই সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় সদস্য নিয়ে পারকৃষ্ণপুর
- মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে আহসান
(৪০) ও আদম আলীর ছেলে শাহজাহান (১৯) এর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেন্সিডিল সহ তাদের কে আটক করেন।

এস আই সাইফুল ইসলাম জানান, “গোপন সংবাদের মাধ্যমে তাদের আটক করি। তাদের স্বীকারোক্তি জানতে পারি এদের একটি চক্র অভিনব কায়দায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো।”

তিনি আরও বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন এর কঠোর বার্তা জিরো টলারেন্স। মাদক ব্যবসায়ীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন কেউ রেহাই পাবে না।”

আটককৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

জীবননগরে সরকারি ঘর নির্মাণের অনিয়মের অভিযোগ করাই কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা

দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত সরকারি ঘর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ করাই বিপাকে পড়েছেন ভুক্তোভোগী অসহায় পরিবারটি। অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও অসহায়ের মত কর্তৃপক্ষের দারে দারে ঘুরেও কোন বিচার পাননি। তাদের শেষ সম্বল ভিটা মাটি যে টুকু ছিল সেটুকু এই ঘর নির্মাণের জন্য সরকারের নামে বন্দোবস্ত দিয়ে তারা এখন পথে বসেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের জাফরাবাজ পাড়ায় মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহরাফ হোসেনের নামে দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দকৃত দুর্যোগ সহনীয় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দেশের অসহায় গরিব মানুষের জন্য সরকার একটি করে ঘর বরাদ্ধ দিয়েছিলেন।

তারই অংশ হিসেবে সোহরাফ হোসেনের নামে একটি ঘর বরাদ্ধ দেন অত্র ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বিশ্বাস। কিন্তুু সেই ঘর নির্মানের জন্য সোহরাফ হোসেনের কাছ থেকে দফায় দফায় অর্থ আদায়ের অভিযোগ অত্র ইউনিয়ন পরিষদের এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি এলাকায় জানাযানি হলে এমনকি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সবার মাঝে হাজারো নিন্দার ঝড় ওঠে। তার পর থেকে আপাততো ঘর নির্মাণের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে অসহায় পরিবারটি পড়েছেন বড়ই বিপদে, বর্তমানে তার মাথা গোজার মত যে টুকু আশ্রয় ছিল সে টুকুও হারিয়ে আজ পথে বসেছেন।

তার কাছ থেকে দফায় দফায় এই ঘর নির্মাণের জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করেছেন তার একটু ন্যায় বিচারের আশাই বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দারস্ত হয়েছেন এটাই ছিল তার অপরাধ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় খাদ্যের সন্ধানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হুনুমান

খাদ্যের সন্ধানে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় এলাকার দলছুট হুনুমান এখন কার্পাসডাঙ্গা বাজারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা খাদ্যের সন্ধানে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজতে লোকালয়ে সারাক্ষণ ছুটোছুটি করছে।

হুনুমান দেখতে অতি উৎসাহী লোকেরা, বিশেষ করে শিশুরা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার ইটের টুকরা, ঢিল ছুড়ছে তাদের উপর। একটু সময়ও তারা মাটিতে স্বস্তিতে হাটতে পারছেনা। আবার অনেক যুবক কিংবা শিশুরা কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে। উপায়ান্তর না পেয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির ছাদে কিংবা উচু গাছের মগ ডালে বসে দিন কাটাচ্ছে।

তবে শহরে অনেক স্বস্তিতে এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। আগে হুনুমান দেখলে মানুষ আদর করে খাবার দিত। এখন খাবারের বদলে তাদের পেতে হয় ইট-পাথর। তবে অনেক সময় হুনুমান রেগে গিয়ে দাঁত সিটকে কামড়াতে তেড়ে আসে। অনেক সময় প্রচন্ড খিদের তাড়নায় তারা দোকানে কিংবা বাড়িতে হাজির হচ্ছে। কলা অথবা একটুকরা পাউরুটি দিলে আবার চলে যায়। বেশির ভাগ সময় এরা দল বেধে আবার দুজনে এক সাথে চলে।

কেশবপুর হুনুমানদের সরকারিভাবে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন সেটা অপ্রতুল হবার কারণে ক্ষুধার তাড়নায় এরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। পল্লী চিকিৎসক রবিউল হক জানান আমরা মানুষ, তিনবেলা খাবার খায়, কিন্তু বন্যপ্রাণী হুনুমান বলতে পারে না, মুখ পানে চেয়ে থাকেন। তাই আমি প্রতিদিন বিকালে ৫/৬ টি হুনুমানের (কলা- পাউরুটি) খাবারের ব্যবস্থা করি। দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডা. মশিউর রহমান বলেন দলছুট হুনুমান শুধু কার্পাসডাঙ্গাতেই নয়। অনেক সময় বন্যা কিংবা খাবারের অভাব দেখা দিলে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা যেমন সীমান্তবর্তী ভারত থেকেও

অনেক হুনুমান সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের দেশে খাদ্যর সন্ধানে চলে আসে।

জীবননগরে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নে হাসাদাহ বাজার হইতে করিমপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজে সর্ব নিম্নমানের ইটের ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে । যে কাজের জন্য সরকারি বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা। যার কাজের পরিমাণ হল ২৪ শত ফুট। অথচ এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সর্ব নিম্নমানের ইট, যার গুনগত মান একেবারেই নিম্নমানের।

এলাকাবাসীর অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, এই কাজের জন্য যে ইট ব্যবহার করা হচ্ছে তার জন্য প্রতিবাদ করাতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান আমাদের কে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করছে এমন কি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে এমনও কথা বলেছেন।

এলাকাবাসী আরো বলেন যে আমরা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন প্রকার অভিযোগ করলেও তারা আমাদের কোন কথার কর্ণপাত করেন না।

বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বললে, তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের পরিচয় দেন। এবং বিভিন্ন প্রকার অজুহাত দেখান এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে ফোন দেওয়ান।

জীবননগর উপজেলা প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, এই রাস্তায় কোন প্রকার নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হবে না। কেউ নিম্নমানের ইটের খুয়া কিংবা বালি ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে এমনটিই জানান। বিষয়টি অতি জরুরী তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রকৌশলীর কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন অত্র এলাকাবাসী ।